



48988 - ঈদরে গোসলের সময়

প্রশ্ন

ঈদরে দনিরে গোসল কখন করতে হয়? কনেনা আমি যদি ফজররে পরে গোসল করি তখন সময় একবোররে সংকীর্ণ থাকে।
কনেনা আমি যে ঈদগাহে নামায পড়ি সটো আমার বাসা থেকে দূরে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ঈদরে দনি গোসল করা মুস্তাহাব।

বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদরে দনি গোসল করছেন।

অনুরূপভাবে ঈদরে দনি গোসল করা কিছু কিছু সাহাবী থেকেও বর্ণতি আছে; যমেন আলী বনি আবু তালবে (রাঃ), সালামা বনি আকওয়া (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) থেকে।

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে বলেন:

সকল বর্ণনার সনদ দুর্বল ও বাতলি; কবেল ইবনে উমর (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত বর্ণনাটি ছাড়া..। এক্ষেত্রে (অর্থাৎ মুস্তাহাব সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে) যে দললিরে উপর নরিভর করা হয়েছে সেটি হল ইবনে উমর (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত বর্ণনা এবং জুমার গোসলরে উপর কয়্যাস।”[সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন:

“এ ব্যাপারে দুটো দুর্বল হাদিস রয়েছে..। কনিতু সুন্নাহ অনুসরণে তীব্র আগ্রহী ইবনে উমর (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি ঈদরে দনি নামাযে যাওয়ার আগে গোসল করতেন।”[সমাপ্ত]

দুই:



ঈদরে জন্ম গোসল করার সময়সীমা:

উত্তম হচ্ছে ফজররে নামাযের পর গোসল করা। যদি কিউে ফজররে আগে গোসল করে নেয় তাহলে সেটোও যথেষ্ট হবে— সময়রে সংকীর্ণতা ও কষ্টকর হওয়ার কারণে; যহেতু একদকি ফজররে পর গোসল করা; আবার অন্যদকি মানুষরে ঈদরে নামাযরে উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাওয়া প্রয়োজন; কেননা ঈদগাহ দূরে হতে পারে।

মুয়াত্তা মালকেরে ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘আল-মুনতাকা’-তে বলছেন:

“ঈদরে গোসল ঈদগাহে গমনরে ঠিকি একটু আগে হওয়া মুস্তাহাব। ইবনে হাবীব বলেন: ঈদরে গোসলরে সবচেয়ে উত্তম সময় হচ্ছে— ফজররে নামাযের পর। ইমাম মালকে ‘আল-মুখতাসার’ গ্রন্থে বলেন: যদি দুই ঈদরে জন্ম ফজররে আগে গোসল করে তাহলে বমিয়টি প্রশস্ত।”[সমাপ্ত]

তবে খলিল রচতি ‘মুখতাসার’ গ্রন্থে (২/১০২) এসছে: “রাতরে শেষে ষষ্ঠাংশ থেকে এর সময় শুরু হয়।”

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে বলেন:

“খরিক্বীর বক্তব্যরে প্রত্যক্ষ মর্ম হচ্ছে গোসলরে (ঈদরে গোসলরে) সময় ফজর উদতি হওয়ার পর হতে। কাযী ও আমদে বলেন: যদি ফজররে আগে গোসল করে ফলে তাহলে গোসলরে সুন্নত আদায় হল না। কেননা এটি দিনরে বলোর নামাযরে গোসল। তাই জুমাবাররে গোসলরে মত ফজররে আগে হওয়া জাযয়ে নয়। ইবনে আকীল বলেন: ইমাম আহমাদ থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি আছে যে, ঈদরে গোসলরে সময় ফজররে আগে ও ফজররে পরে। কেননা ঈদরে নামাযরে ওয়াক্ত জুমার নামাযরে ওয়াক্তরে চেয়ে সংকীর্ণ। তাই যদি ফজর হওয়ার অপেক্ষা করত হয় হতে পারে এতে করে গোসল করা ছুটে যাবে। এবং যহেতু এ গোসলরে উদ্দেশ্য হচ্ছে পরচ্ছিন্নতা। রাত্রে গোসল করলেও এ উদ্দেশ্য হাছলি হয়; যহেতু রাত নামাযরে নকিটবর্তী। তবে উত্তম হচ্ছে— ফজররে পরে করা; যাতে করে মতভদেরে উর্ধ্বে থাকা যায়। এবং নামাযরে অতি নিকটবর্তী সময়ে হওয়ায় অতিশয় পরচ্ছিন্নতা অর্জতি হয়।”[সমাপ্ত]

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে বলেন:

এ গোসল শুদ্ধ হওয়ার সময়রে ব্যাপারে দুটো মশহুর অভিমত রয়েছে। ১. ফজররে পর; এ মর্মে ‘আল-উম্ম’ গ্রন্থে স্পষ্ট উদ্ধৃতি রয়েছে। ২. তবে অধিক বিশুদ্ধ অভিমত হল: যা মাযহাবরে সকল আলমেরে মতকৈষপূরণ: ফজররে আগে ও পরে জাযয়ে।

কাযী আবুত তাইয়্যবে তার ‘আল-মুজাররাদ’ গ্রন্থে বলেন: বুআইত্বরি বর্ণনাত্রে ফজররে আগে ঈদরে গোসল করা সঠিকি হওয়ার পক্ষে শাফয়েরি পরিস্কার উদ্ধৃতি আছে।



ইমাম নববী বলেন: “যদি আমরা বিশুদ্ধ অভিমতটি অবলম্বন করে বলি যে, সটো ফজররে আগের সহি। তবে এ সময়টিকে সুনর্দিষ্ট করার ব্যাপারে তিনটি অভিমত রয়েছে: ১. অধিক বিশুদ্ধ ও মশহুর অভিমত হল: অর্ধরাত্রে পর সঠিক; এর আগে নয়। ২. গটো রাতই সঠিক হবে। গাজালী এ অভিমতটির উপর দৃঢ়তা ব্যক্ত করেছেন এবং ইবনুস সাব্বাগ এটাকে মনোনীত করেছেন। ৩. ফজররে একটু আগে সহেরের সময় সঠিক হবে। বাগাভী এ অভিমতটির পক্ষে দৃঢ়তা ব্যক্ত করেছেন।[সংক্ষেপে সমাপ্ত]

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ফজররে পূর্বে গোসল করতে কোন অসুবিধা নেই; যাত করে একজন মুসলমি ঈদরে নামাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যেতে সক্ষম হয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।